হাটিকুমবুল শিব মন্দিরের পোড়ামাটির চিত্রফলকে সাংস্কৃতিক শিল্পবোধ

মোঃ রিফাত-উর-রহমান*

[সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অবহেলিত বিষয় হলো আমাদের প্রত্নস্থানসমূহ। অতীতের শাসনব্যবস্থা, ধর্মীয় রীতি-নীতি জানার পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বোঝার ক্ষেত্রে একটি প্রত্নস্থানের ভূমিকা অপরিসীম। একটি প্রত্নস্থানে নানা ধরণের প্রত্নবস্তুর মধ্যে পোড়ামাটির চিত্রফলক অন্যতম। বাংলাদেশে পাথর কিংবা ধাতুনির্মিত প্রত্নবস্তুর চেয়ে পোড়ামাটির ফলক বেশি পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কারণ হতে পারে যে কাঁচামাল হিসেবে মাটির সহজলভ্যতা। এই মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে অনবদ্য মৃৎশিল্প। পোড়ামাটির চিত্রফলকের অলংকরণ এবং নকশা অতীত মানুষের শিল্পবোধ, দক্ষতা এবং নান্দনিকতার বিষয়গুলো তুলে ধরতে সক্ষম। এই গবেষণায় সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমবুল নামক গ্রামের শিব মন্দিরের পোড়ামাটির চিত্রফলক থেকে সেসময়ের মানুষের শিল্পবোধের পরিচয়কে জনার চেষ্টা করা হয়েছে।]

[কি ওয়ার্ডস : নবরত্ন মন্দির, শিব মন্দির, পোড়ামাটির চিত্রফলক]

পশ্চিমা বিশ্ব তাদের প্রাচীন স্থাপনাকে যেভাবে যত্নসহকারে সংরক্ষণ এবং পুনরায়ন করে থাকে আমরা এখনো আমাদের অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সেভাবে সংরক্ষণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারিনি কারণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রত্নতত্ত্ব চর্চার বয়স খুব বেশি নয়। প্রত্নবস্তু কিংবা প্রত্নস্থান নিয়ে একটা বড় ধরণের সামাজিক সচেতনতা আমাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি ফলে আমাদের দেশের প্রত্নস্থানগুলো অনেকটাই হুমকির সম্মুখীন। তবে সচেতনতা তৈরি না হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে এদেশের অতীত ইতিহাস অনেক সমৃদ্ধ। প্রায় আড়াই হাজার বছর প্রাচীন উয়ারি-বটেশ্বর থেকে শুরু করে অন্যান্য আবিষ্কৃত প্রত্নস্থল আমাদের সমৃদ্ধ অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। কালক্রমে এ অঞ্চলে নগরের পাশাপাশি স্থাপত্যিক বিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন স্থাপনার স্থাপত্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সংযুক্ত হয়েছে পোড়ামাটির চিত্রকর্ম। এরকম একটি স্থাপত্য শিল্প নিদর্শন রয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার হাটিকুমবুল নামক গ্রামে। স্থাপনাটি একটি নবরত্ন মন্দির এবং ধারণা করা হচ্ছে যে এই নবরত্ন মন্দিরটিই বাংলাদেশে প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় নবরত্ন মন্দির। নবরত্ন মন্দিরটির আশেপাশে আরো তিনটি মন্দির রয়েছে হাটিকুমবুল গ্রামে। এরমধ্যে একটি শিব মন্দির হিসেবে পরিচিত। শিব মন্দিরটির পূর্ব দিকের দেয়ালে খুব নান্দনিক কিছু পোড়ামাটির ফলকে দেব-দেবির চিত্র রয়েছে, যা সে সময়ের মানুষের শিল্পবোধের পরিচয় তুলে ধরে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পোড়ামাটির ফলকগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি ইতোমধ্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। কয়েকটি প্রায় ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। বাকিগুলো কোনোভাবে টিকে আছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো টিকে থাকা প্রতিটি পোড়ামাটির চিত্রফলকের আলোকচিত্র নথিবদ্ধকরণ, যেন ভবিষ্যতে চিত্রফলকগুলো নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে গবেষণার সুযোগ থাকে এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পোড়ামাটির চিত্রফলক থেকে সে-সময়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক শিল্পবোধকে বোঝার চেষ্টা করা।

* প্রভাষক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ অধ্যয়ন বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

অবস্থান

বাংলাদেশের উত্তরের একটি জেলা সিরাজগঞ্জ। এই জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার একটি গ্রাম হাটিকুমরুল। এই গ্রামটিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নবরত্ন মন্দিরের অবস্থান। স্থানীয়ভাবে মন্দিরটি দোলমঞ্চ নামে পরিচিত এবং ধারণা করা হয় যে এটাই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটির প্রায় ২০০ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি মাঝারি আকারের জলাশয় রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা এ জলাশয়ের পশ্চিম পাড়ে একটি শিব মন্দির রয়েছে। এই শিব মন্দিরটির পূর্ব দেয়ালে বেশ কিছু পোড়ামাটির চিত্রফলক রয়েছে। ফলকগুলো দেব-দেবীর কারুখোঁচিত মধ্যযুগীয় শিল্পকর্মে পরিপূর্ণ, বেশ নান্দনিক এবং উন্নতমানের।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি মূলত প্রাথমিক তথ্যনির্ভর গবেষণা। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গবেষণার বিষয়ের উপর তথ্য রয়েছে খুব সামান্য। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সূত্রের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সরাসরি বস্তুগত নিদর্শন অর্থাৎ শিবমন্দিরের পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলোকে। শিবমন্দিরের দেয়ালে সবগুলো পোড়ামাটির চিত্রফলকের আলোকচিত্র আলাদাভাবে সংগ্রহ ও নথিবদ্ধকরণ, সেগুলোর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতে যেন পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলো সংরক্ষণ এবং পূনরায়নের ক্ষেত্রে আলোকচিত্রগুলো একটি নথি হিসেবে সহায়তা করে মূলত এই উদ্দেশ্যেই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মানব-সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন শিল্পগুলোর একটি হলো পোড়ামাটির শিল্পকর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতীয় উপমহাদেশেও প্রাচীন এই শিল্পের বিকাশ লক্ষ করা যায়। সিন্ধু সভ্যতার বেশিরভাগ প্রত্নস্থল থেকেই পোড়ামাটির বিভিন্ন ধরণের শিল্পকর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে। আমাদের দেশেও অনেক প্রত্নস্থল এবং স্থাপত্যে বিভিন্ন ধরণের পোড়ামাটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেহেতু আমাদের অঞ্চলে পাথর এবং ধাতু অপ্রতুল তাই হয়তো এখানকার শিল্পীরা মৃৎশিল্পের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই অঞ্চলে কাদামাটির সহজলভ্যতা পোড়ামাটির শিল্প বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে (সোহরাব ২০০৭ : ৪০০)।

নবরত্ন মন্দিরটির নির্মাণকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে কারণ মন্দিরের নির্মাণ সময় সম্পর্কিত কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয় যে নবাব মুর্শিদকুলি খানের শাসনামলে রামনাথ ভাদুরী নামক তহসিলদার আনুমানিক ১৭০৪–১৭২৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন (যাকারিয়া ১৯৮৪ : ২৩৮–২৩৯)।

মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খানের শাসনামলে ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে সুবা বাংলাকে ১৩টি চাকলা, ২৪টি সরকার ও ৭৮৭টি মহলে বিভক্ত করা হয়েছিল। অনেকের মতে রামনাথ জমিদার ছিলেন। যেহেতু নবরত্ন মন্দিরটির নির্মাণকাল সঠিকভাবে জানা যায়নি তাই শিব মন্দিরটির নির্মাণ সময়কালও অনুমান করা কষ্টসাধ্য। তবে নির্মাণ সামগ্রীর বিচারে এটা ধরে নেয়া যায় যে নবরত্ন মন্দির এবং শিব মন্দিরের নির্মাণকাল সামসময়িক।

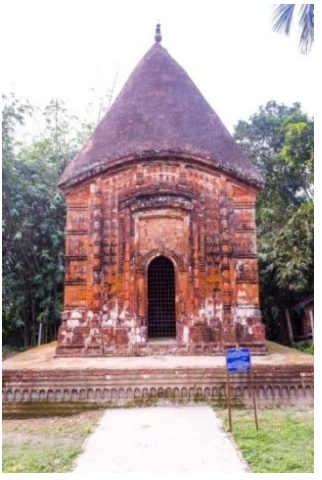


চিত্র ১ : নবরত্ন মন্দির

শিবমন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত পোড়ামাটির কারুকাজ খুবই দৃষ্টিনন্দন। পোড়ামাটি তৈরিতে ছোট ছোট শোভাবর্ধক ইট দিয়ে ফলকগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। ইটের উপরে পোড়ামাটির চিত্রফলক বসানো হয়েছে। এই চিত্রফলকগুলোতে পুরাণে বর্ণিত বিভিন্ন দেবদেবীসহ উপদেবদেবীর নানান ভঙ্গির চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। নরনারী, যোদ্ধা, শিকারি, গায়ক, বাদক, নর্তক, নর্তকীসহ বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত রয়েছে পোড়ামাটির ফলকগুলোতে। এই চিত্রগুলো তৎকালীন ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি সামাজিক জীবনের শিল্পবোধের চিত্রকে উপস্থাপন করে।

শিবমন্দিরের পোড়ামাটির চিত্রফলক

শিব মন্দিরটির পূর্ব দিকের দেয়ালে মোট পোড়ামাটির চিত্রফলক রয়েছে ৮৬টি। তবে এগুলো ছাড়াও আরও দুইটা ফলক খিলানের দুইপাশে অঙ্কিত রয়েছে। একটি টেবিলের মাধ্যমে ফলকগুলোর ক্রমবিন্যাস উল্লেখ করা হলো। গবেষণার সুবিধার্থে পোড়ামাটির ফলকগুলোকে ক্রমিক নম্বর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।



চিত্র ২ : শিব মন্দির

১	১৭	৩৩	৩৫	৩৭	৩৯	৪১	৪৩	৪৫	৪৭	৪৯	৫১	৫৩	৫৫	৭১
২	১৮	৩৪	৩৬	৩৮	৪০	৪২	৪৪	৪৬	৪৮	৫০	৫২	৫৪	৫৬	৭২
৩	১৯												৫৭	৭৩
৪	২০												৫৮	৭৪
৫	২১												৫৯	৭৫
৬	২২												৬০	৭৬
৭	২৩												৬১	৭৭
৮	২৪												৬২	৭৮
৯	২৫												৬৩	৭৯
১০	২৬												৬৪	৮০
১১	২৭												৬৫	৮১
১২	২৮												৬৬	৮২
১৩	২৯												৬৭	৮৩
১৪	৩০												৬৮	৮৪
১৫	৩১												৬৯	৮৫
১৬	৩২												৭০	৮৬

টেবিল ১ : শিব মন্দিরের দেয়ালে পোড়ামাটির ফলকের ক্রমবিন্যাস

চিত্রফলকগুলোর বর্ণনা

মন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত মোট ৮৬টি পোড়ামাটির চিত্রফলকের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৪টি ফলক সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। বাকি যে ৭২টি ফলক টিকে আছে, মুদ্রাভঙ্গির ভিত্তিতে সেগুলোকে কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা হয়েছে।

বর্গের নাম	ফলকের সংখ্যা
নৃত্যের ভঙ্গিমা	২৫
হাতের মুদ্রা সংবলিত নৃত্য	৬
আশীর্বাদের ভঙ্গিমা	৪
বাদ্যযন্ত্র সংবলিত নৃত্যের ভঙ্গিমা	১৬
অস্ত্র সংবলিত ভঙ্গিমা	৪
নৃত্যরত নারীর অবয়ব	৪
পোশাক পরিহিত নৃত্যের ভঙ্গিমা	১
লাঠিতে ভর করে হাঁটার ভঙ্গিমা	২
পা মাথার উপরে রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমা	১
বসে থাকার ভঙ্গিমা	২
পোশাক পরিহিত লাঙ্গল সংবলিত নৃত্যের ভঙ্গিমা	১
কাঁধে বসে থাকার ভঙ্গিমা	১
চিহ্নিত করা যায়নি	৫
ধ্বংস হয়ে গেছে	১৪

টেবিল ২ : ফলকগুলোর বর্গ এবং সংখ্যা

নৃত্যের ভঙ্গিমা

নৃত্যের ভঙ্গিমায় সর্বমোট ২৫টি চিত্রফলক দেয়ালে অঙ্কিত রয়েছে। ফলকগুলোর ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী ১, ২, ৩, ৫, ১৮, ১৯, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬৬, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫ এবং ৭৭ নম্বর পোড়ামাটির ফলক এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নৃত্যের ভঙ্গিমা শিল্পীর নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিত্র উপস্থান করে। যে সময়টিতে এই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার সাথে তৎকালীন সামাজিক জীবনপ্রণালির একটা যোগসূত্র থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়া যায় না। কারণ সামাজিক জীবনযাপনের অবস্থান শিল্পকর্মে চিত্রায়িত হয়ে থাকে। তবে এখানে আরেকটি বিবেচ্য বিষয় হলো এই মন্দিরে যে শিবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা অন্যান্য স্থানের শিবের মোটিফের চেয়ে অনেকটাই ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম এই অর্থে যে সাধারণত শিবকে জটাধারী, গলায় সর্প পেঁচানো, একহাতে ত্রিশূল সমেত যে স্বাভাবিক চিত্র দেখা যায় সেগুলো এই শিব মন্দিরে অনুপস্থিত।



চিত্র ৩ : নৃত্যরত ভঙ্গিমা

হাতের মুদ্রা সংবলিত নৃত্য

পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলোর মধ্যে মোট ৬টি ফলক রয়েছে যেগুলোতে হাতের মুদ্রা সংবলিত নৃত্যের দৃশ্য ফুটে উঠেছে। ক্রমবিন্যাস অনুসারে ৪, ৬, ৯, ২৬, ৪৬ এবং ৪৮ নম্বর ফলকগুলোকে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ফলকগুলোতে শিবের নৃত্যের মধ্যে হাতের মুদ্রার ছাপ দেখা যায়। নৃত্যের মুদ্রা পর্যবেক্ষণ করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে শিবের শিল্পীত্বসত্ত্বার চিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে মানুষ বেশি মনোযোগী ছিল। শুধুমাত্র শিল্পীর চিন্তা নয় সাথে সামাজিক ভাবনার জায়গাটি বিশ্লেষণ করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালীন মানুষ ধর্মীয় মূল্যবোধের পাশাপাশি শিল্প-সংস্কৃতিকে তাদের সামাজিক জীবনে চর্চা করতো। শিবকে নটরাজ বলা হয়ে থাকে– তার প্রতিচ্ছবিও এই ফলকগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।



চিত্র ৪ : হাতের মুদ্রা সংবলিত নৃত্য

আশীর্বাদের ভঙ্গিমা

শিব দেবতা হিসেবে আশীর্বাদের ভঙ্গিমায় অঙ্কিত হয়েছে মোট ৪টি ফলকে। ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী ৭, ২৪, ৩৩ এবং ৮১ নম্বর ফলকগুলো এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে একটি ফলকে আশীর্বাদের ধরন দেখে মনে হচ্ছে যে নৃত্যরত অবস্থায় জটাধারী শিব আশীর্বাদ করছেন।



চিত্র ৫ : আশীর্বাদের ভঙ্গিমা

বাদ্যযন্ত্র সংবলিত নৃত্যের ভঙ্গিমা

শিবের নৃত্যের চিত্রের পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র সংবলিত ১৬টি ফলক পাওয়া গেছে। ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী ৮, ১০, ১১, ১২, ১৭, ২৭, ২৮, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৭৮, ৭৯ এবং ৮০ নম্বর পোড়ামাটির ফলক এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ফলকগুলো খুব নান্দনিক এবং তৎকালীন সমাজ জীবনের শিল্পবোধের চিত্র এই বর্গের ফলকগুলোতে লক্ষণীয়।

তৎকালীন মানুষ দেবতাকে একজন শিল্পী হিসেবে তুলে ধরেছেন যিনি একইসঙ্গে নৃত্যরত এবং একইসাথে নিজেই বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। এটি স্পষ্ট যে তৎকালীন মানুষের মধ্যেও শিল্পবোধের বিষয়গুলো নিশ্চয় চর্চা হতো, না হলে তাদের মধ্যে এভাবে দেবতাকে অঙ্কন করার ভাবনাটি আসার কথা নয়।



চিত্র ৬ : বাদ্যযন্ত্র সংবলিত ভঙ্গিমা

অস্ত্র সংবলিত ভঙ্গিমা

মোট ৮৬টি ফলকের মধ্যে মাত্র ৪টি ফলকে অস্ত্র সংবলিত অবস্থায় শিবকে অঙ্কন করা হয়েছে। ক্রমবিন্যাস অনুসারে ২০, ২১, ২২ এবং ৫৯ নম্বর ফলকগুলোতে বিভিন্ন অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় শিবকে দেখা যায়। ডানহাতে অস্ত্রসদৃশ বস্তু এবং বাম হাতে কাটা মস্তক নিয়ে একটি ফলক অঙ্কিত হয়েছে।



চিত্র ৭ : অস্ত্র সংবলিত ভঙ্গিমা

নৃত্যরত নারীর অবয়ব

শিবের চিত্রের পাশাপাশি ৪টি ফলক থেকে অনুমান করা হচ্ছে যে, সেগুলো নৃত্যরত নারীর অবয়ব। অনুমান করার কারণ হলো দৈহিক গঠন। তবে চারটি মোটিফ যে নৃত্যরত সেটি সুস্পষ্ট। ২৩, ৫৫, ৫৬ এবং ৫৭ সংখ্যক ফলকগুলো এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত।



চিত্র ৮ : নৃত্যরত নারীর অবয়ব

পোশাক পরিহিত নৃত্যের ভঙ্গিমা

মাত্র একটি ফলকে পোশাক পরিহিত অবস্থায় নৃত্যরত শিবকে দেখা যাচ্ছে। ধুতির মতো পোশাকে আচ্ছাদিত এবং নৃত্যরত একটি চিত্র অঙ্কিত রয়েছে ২৫ নম্বর ফলকটিতে।



চিত্র ৯ : পোশাক পরিহিত নৃত্যের ভঙ্গিমা

লাঠিতে ভর করে হাঁটার ভঙ্গিমা

লাঠিতে ভর করে শিব হাঁটছেন এমন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ২টি ফলকে। ক্রমবিন্যাস অনুসারে সেগুলো ৪০ এবং ৬৪ নম্বর ফলকে উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শিল্পী দেবতার বয়সের দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকতে পারেন।



চিত্র ১০ : লাঠিতে ভর করে হাঁটার ভঙ্গিমা

পা মাথার উপরে রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমা

একটি ফলকে দেখা যাচ্ছে যে শিব তার এক পা মাথার উপরে রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমায় রয়েছেন। এটিও নৃত্যের চিত্রকে উপস্থাপন করে। নৃত্যের বহুমাত্রিক মুদ্রার ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায় যে তৎকালীন মানুষ তার সাংস্কৃতিক জীবনচর্চায় নৃত্যকে একটি বড় স্থানে রেখেছিল। ৪২ নম্বর ফলকটিতে এই চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।



চিত্র ১১ : পা মাথার উপরে রেখে নৃত্যের ভঙ্গিমা

বসে থাকার ভঙ্গিমা

বসে থাকা অবস্থায় শিবের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ২টি ফলকে। ৪৫ এবং ৭৬ নম্বর ফলকগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে শিব বসে আছেন।



চিত্র ১২ : বসে থাকার ভঙ্গিমা

পোশাক পরিহিত লাঙ্গল সংবলিত নৃত্যের ভঙ্গিমা

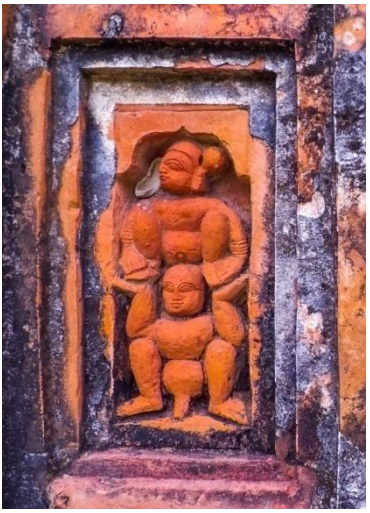
নৃত্যের পাশাপাশি পোশাকে এবং একইসাথে লাঙ্গল নিয়ে শিবের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে একটি ফলকে। ৬০ নম্বর ফলকটিতে দেখা যাচ্ছে তার বাম হাতে লাঙ্গল, তিনি পোশাক পরিহিত এবং একইসাথে নৃত্যের ভঙ্গিমায় রয়েছেন।



চিত্র ১৩ : পোশাক পরিহিত লাঙ্গল সংবলিত নৃত্যের ভঙ্গিমা

কাঁধে বসে থাকার ভঙ্গিমা

পোড়ামাটির ফলকগুলোর মধ্যে মাত্র একটি ফলকে শিবকে দেখা যাচ্ছে তিনি অন্যজনের কাঁধের উপরে বসে আছেন। ফলক নম্বর ৬১ তে এই চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

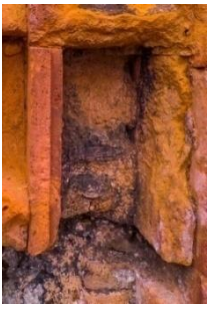


চিত্র ১৪ : কাঁধে বসে থাকার ভঙ্গিমা

শিবমন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত সর্বমোট ৮৬টি পোড়ামাটির চিত্রফলকের মধ্যে ১৪টি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। সেগুলোর মোটিফ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বাকি যে ৭২টি ফলক আছে সেগুলোর মধ্যেও অনেকগুলো ইতোমধ্যে হুমকির সম্মুখীন। নিচে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাওয়া চিত্রফলকের মধ্যে কয়েকটির আলোকচিত্র সংযুক্ত করা হলো :



চিত্র ১৫ : ফলক ৮২



চিত্র ১৬ : ফলক ৮৩



চিত্র ১৭ : ফলক ৮৪



চিত্র ১৮ : ফলক ৮৬

উপসংহার

প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রে একটা প্রত্নস্থলকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে সেগুলো নিয়ে গবেষণার কোনো সুযোগ থাকে না। গবেষণার পাশাপাশি নান্দনিক শিল্পবেধের

বিষয়টিকেও গুরুত্ব দিয়ে শিব মন্দিরের মতো প্রত্নস্থলকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অতীত মানুষের সাংস্কৃতিক চিন্তন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে না। আমাদের প্রত্নস্থলগুলোকে সংরক্ষেণের জন্য বৃহৎ পরিসরে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে একটি প্রত্নস্থল একটি সময়ের চিত্র উপস্থাপনে সক্ষম। শিব মন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত চিত্রকর্ম দেখে সহজে অনুমান করা যায় যে এগুলো নির্মাণে তৎকালীন মানুষের মধ্যে শিল্পবোধ ছিল। শিব মন্দিরের চিত্রফলকগুলো বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে খুব দ্রুত এগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ না করলে সেগুলো অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। সংরক্ষণের পাশাপাশি যেগুলো ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলোর পুনরায়ন করাটাও অনেক জরুরি। আজ থেকে প্রায় তিনশত বছর পূর্বের মানুষের শিল্পবোধের চিত্র আমরা পোড়ামাটির চিত্রফলকগুলোতে পাচ্ছি। তাই ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য এগুলোর সংস্কার করাটা অতীব জরুরি।

সহায়কপঞ্জি

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (১৯৮৪)। *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*। দিব্যপ্রকাশ, ঢাকা।

তারাপদ সাঁতরা (১৯৯৮)। *কলকাতার মন্দির-মসজিদ : স্থাপত্য-অলংকরণ-রূপান্তর*। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

সোহরাব উদ্দিন সৌরভ (২০০৭)। 'পোড়ামাটির শিল্প আদি-ঐতিহাসিক যুগ থেকে প্রাক-মধ্যযুগ।' সুফি মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

David McCutchion (1983). *Classification of Types in Brick Temples of Bengal* (George Michell ed.). Princeton University Press, New Jersy.

Ramesh S.Gupte, (1992). *Iconography of the Hindus, Buddhists and Jains*. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt., New Delhi.

Zulekah Haque (2014). *Terracotta's of Bengal : An Analytical Study*. ICSBA, Dhaka.